গল্পগুলো অন্যরকম

বাবার স্মৃতি
আবছা-আবছা মনে করতে
পারে সে। সেই আবছা স্মৃতির
সবটুকুজুড়ে আছে বাবার আদর।
বাবা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে
ঘুরতেন। বাবার হাত ধরে
স্কুলে যাওয়া...

আমি ভয় পাচ্ছি!
আল্লাহর কাছে নিজেকে
সঁপে দেওয়ার ভয়। কোনো
অজানা আশঙ্কায় নয়, সত্যকে
আলিঙ্গন করতে ভয় পাচ্ছি
আমি...

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

গল্পগুলো অন্যরকম

লেখিকাবৃন্দ

সিহিন্তা শরীফা, নুসরাত জাহান, আনিকা তুবা, যাইনাব আল-গাযী, আফীফা আবেদীন সাওদা, সানজিদা সিদ্দীকা কথা, সারওয়াত জবীন আনিকা, সাদিয়া হোসাইন, শারিন সফি অদ্রিতা।

লেখকবৃন্দ

আরিফ আজাদ, মাহমুদুর রহমান, আরমান ইবনে সোলাইমান, শিহাব আহমেদ তুহিন, আলী আব্দুল্লাহ, আরিফুল ইসলাম, জাকারিয়া মাসুদ, শেখ আসিফ, মুরসালিন নিলয়।

জীবনের কাছে মাঝে মাঝে গল্পও তুচ্ছ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে জীবন রূপকথার চেয়েও বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। জীবনের বাঁকে বাঁকে, মোড়ে মোড়ে, ঘটনা-প্রতি-ঘটনায় জন্ম নেয় হৃদয়ের আকুতি-মিনতি, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ আর দুঃখ। এজন্যেই জীবন দুরন্ত, দুর্বিনীত ও চঞ্চল। এজন্যেই জীবন অন্যরকম।

সূচিপত্র

জীবনসায়াহ্নে — আরিফ আজাদ ১১

চেরিফুল — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৫

দ্বিতীয় বিয়ে — আনিকা তুবা ২১

অশ্রুভেজা ডায়েরি — আফীফা আবেদীন সাওদা ২৭

সত্যিকারের মনস্টার — আলী আব্দুল্লাহ ৩৪

মায়ের দুআ — নুসরাত জাহান ৪৫

আঁধার মাঝে আলোর পরশ! — সিহিন্তা শরীফা ৪৮

আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা — শিহাব আহমেদ তুহিন ৬১

আমি আবারও যাব — আরিফুল ইসলাম ৬৭

একটি তাওয়াক্কুলের গল্প — মাহমুদুর রহমান ৭২

নতুন মেয়ে যাইনাব — আফীফা আবেদীন সাওদা ৭৮

অনুশোচনা — আরমান ইবনে সোলাইমান ৮৭

স্বপ্নেরা বেড়ে ওঠে — শারিন সফি অদ্রিতা ৯০

এক চিলতে রোদ — সারওয়াত জাবীন আনিকা ৯৬

রূপকথাও হেরেছিল — শিহাব আহমেদ তুহিন ১০৫

এক টুকরো আলো — আফীফা আবেদীন সাওদা ১১৩

বুকাইয়া — মুরসালিন নিলয় ১১৮

মায়ের বিয়ে — যাইনাব আল-গাযী ১২৬

জাওয়াদ ও তার বাবা — নুসরাত জাহান ১৩৩

তোমায় ভালোবাসি — আরিফ আজাদ ১৩৬

পূর্ণতার মাঝেই শূন্যতা — আনিকা তুবা ১৪২

স্পেশাল অফার — জাকারিয়া মাসুদ ১৪৫

এক চিলতে হাসি — সানজিদা সিদ্দীকা কথা ১৪৯

উমরাহ — সাদিয়া হোসাইন ১৫৬

যা হারিয়ে পেয়েছি — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৬২

পবিত্র প্রত্যাখ্যান — শেখ আসিফ ১৬৮

জীবনের ব্যাকরণ — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৭০

ভাবনার আঁধার — আনিকা তুবা ১৭৬

মা — নুসরাত জাহান ১৭৯

অন্তর মম বিকশিত করো — আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৮২

অগ্রাধিকার — আফীফা আবেদীন সাওদা ১৮৬

পাঁচশো টাকা — আনিকা তুবা ১৯১

আকাশছোঁয়া আলো — মুরসালিন নিলয় ১৯৪

জীবনসায়াহ্নে

আরিফ আজাদ

বাবা আর তার ছোট্ট ছেলে মিলে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাওয়া পোঁছে দিতেন। মানুষকে বোঝাতেন আল্লাহ সম্পর্কে, মানুষের জীবন-মরণ, আখিরাত সম্পর্কে। প্রতি জুমাবার ছিল তাদের দাওয়ার কাজে বের হবার দিন। তুষারপাতের দেশ। বৈরি আবহাওয়া। এমন জুমাবারে ছোট্ট ছেলেটা তার বাবার কাছে এসে বলল, 'আব্বু, চলো। আমি কিন্তু প্রস্তুত!'

বাবা অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় সোনা?'

'কেনো? আজকে জুমাবার না? আজ না আমাদের দাওয়ার কাজে বের হওয়ার কথা?'

বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ সোনা! কিন্তু, বাইরে তাকিয়ে দেখো। প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। বের হবার মতো কোনো অবস্থা নেই। তাই, আমি ঠিক করেছি আমরা আজ বাইরে বের হবো না'।

বাবার কথায় ছেলেটা বেশ অবাক হলো। বলল, 'আব্বু, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে কি মানুষ জাহান্নামে যাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে গেছে?'

ছেলের গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশ্নে বাবা কপাল কুঁচকালেন। বললেন, 'কিন্তু সোনা আমার! এমন পরিস্থিতিতে বাইরে কাউকে দাওয়া দেওয়ার জন্য পাওয়া যাবে না'।

বাবার এই কথার বিপরীতে ছোট্ট ছেলেটি বলল, 'আব্বু, আজ তুমি দাওয়ার কাজে যেতে না চাইলে যেয়ো না। তবে আমি কি যেতে পারি?'

বাবা কিছুটা অবাক হলেন। হালকা ইতস্ততবোধ করলেন। এরপর বললেন, 'ঠিক আছে, যাও। ওইদিকে দাওয়ার বই এবং ম্যাগাজিনগুলো রাখা আছে। ব্যাগে নিয়ে নাও। আর শোনো, সাবধানে যাবে কিন্তু। খুব বেশিক্ষণ বাইরে থেকো না। দেখতেই পাচ্ছ, বাইরের আবহাওয়া খারাপ...'

ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে বাবার কথাগুলো শুনল। টেবিলে রাখা বইপত্র এবং ম্যাগাজিন ব্যাগে ভরে বাবাকে সালাম দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দাওয়ার কাজে। আজ তার সাথে তার বাবা নেই। আজ সে একা।

এরকম তুষারপাতের মধ্যে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে সে দাওয়ার বই এবং লিফলেটগুলো বিলাতে লাগল মানুষের কাছে। যাকেই পাচ্ছে তার হাতে একটি করে কপি ধরিয়ে দিচ্ছে।

এভাবে কাটল দুই ঘণ্টা। বরফ, শীত আর ঠান্ডা হাওয়ায় ছেলেটার শরীর যেন জমে আসছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসার মতো অবস্থা। এই মুহূর্তে তার হাতে আর মাত্র একটি বই; কিন্তু দেওয়ার মতো কাউকেই সে রাস্তায় খুঁজে পাচ্ছে না। রাস্তায় কেউ আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে।

সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। যদি কেউ একজন আসে। কিন্তু না। কেউই এলো না। সে মোড় ঘুরে যেদিকে ফিরল তার সোজাসুজি একটি বাসা দেখা যাচ্ছে। সেই বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। শীতে তখন সে থরথর করে কাঁপছে। সে বাসার কলিংবেল বাজাল। একবার, দুইবার, তিনবার।

উহু! কারও কোনো সাড়া নেই। সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। আরও কয়েকবার কলিংবেল বাজাল। দরজায় কড়া নাড়ল; কিন্তু কোনো সাড়াই মিলল না। হতাশ হয়ে সে চলে আসার জন্য সামনে পা বাড়াল; কিন্তু কী এক অদ্ভুত টানে যেন সে আবার কলিংবেলটার কাছে এলো। এসে আবার সে কলিংবেলটি বাজাল এবং দরজায় ধাক্কা দিল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে—ভেতরে কেউ আছে।

একটুপরে ভেতর থেকে আস্তে করে দরজাটি কেউ একজন খুলল। ছেলেটি দেখল তার সামনে একজন মধ্য বয়স্ক ভদ্র মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাকে দেখেই

ছেলেটি ফিক করে হেসে ফেলল। যেন শীতে শরীর জমে যাওয়ার সব কষ্ট সে মুহূর্তেই ভুলে গেছে।

মহিলার দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আন্টি, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আসলে আমি আপনাকে যে-কথাটি জানাতে এসেছি সেটি হলো আর কেউ আপনাকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, পৃথিবীর আর কেউ আপনার কেয়ার করুক বা না করুক, আপনার খোঁজ করুক বা না করুক, আমাদের রব মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে ভালোবাসেন। আপনার কেয়ার করেন এবং আপনার প্রতি তিনি অবশ্যই দয়াবান। এই যে দেখুন, আমার হাতে থাকা এটিই শেষ বই। এই বইটি পড়লে আপনি আপনার রবের ব্যাপারে জানতে পারবেন। নিন এই যে ধরুন...!'

মহিলা মুখ ফুটে কিছুই বলল, না। ছেলেটি মহিলার হাতে বইটি দিয়েই দৌড় দিল।

পরের জুমআবার। ইমাম সাহেব সালাতের পরে কিছুক্ষণ বক্তব্য দিলেন। এরপর প্রতিবারের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'কারও কি কোনো ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসা আছে?'

মহিলাদের পাশ থেকে হিজাবে আবৃত একজন মধ্য-বয়স্কা মহিলা স্পিকারের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, 'এখানে যারা আছেন তাদের কেউই আমাকে চেনেন না। চেনার কথাও না। গত জুমআবার অবধিও আমি ছিলাম একজন অমুসলিম। আমার স্বামী বছর দু-এক আগে মারা যান। স্বামী মারা যাবার পরে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আমার আপনজনেরাই আমাকে পর করে দেয়। আমাকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে। আমার দুনিয়াটা এতই বিষাদ হয়ে উঠেছে যে, আমার মনে হচ্ছিল, আমি জীবিত থেকেও মৃত। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—আত্মহত্যা করব।

দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সাথে দড়ি ঝুলিয়ে তখন আমি আত্মহত্যার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সেরে ফেলেছি। একটু পরেই আমি বিদায় নেব এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে, যে-পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই, কেউ না।

যেই আমি চেয়ারে উঠে আত্মহত্যার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে যাব, অমনি হঠাৎ আমার বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলাম—দরজা খুলব না; কিন্তু খেয়াল করলাম আমার কলিংবেলটি অনর্গল বেজেই চলছে, বেজেই চলছে। কোনো থামাথামি নেই। একটু পরে দরজা ধাক্কার শব্দ পেলাম। ভাবলাম কে হতে পারে?

চেরিফুল

আফীফা আবেদীন সাওদা

[এক]

শীতের সকাল। উইন্টারব্রুকের তুষার-ভেজা রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। গোটা পাড়া ঘুমিয়ে আছে। হিম-শীতল ঠান্ডা বাতাসে অদ্ভুত এক ছন্দ তুলে তিরতির করে কাঁপছে জাপানি চেরি গাছের পাতা। তারই ধার ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলাম খুব সতর্কতায়। তুষার-গলা পিচ্ছিল রাস্তায় বেরসিক জুতো জোড়া প্যাচপ্যাচ আওয়াজ তুলছে। এই বুঝি জেগে গেল ঘুমন্ত উইন্টারব্রুক!

এ এলাকায় এই আমার প্রথম আসা। হোম নার্সিং এজেন্সিতে চাকুরিটা হয়ে যাবার পর প্রথম কাজ পেলাম উইন্টারব্রুকে। আলঝাইমার্স রোগীর দেখাশোনা করতে হবে। রোগীর নাম আহমাদ জোন্স। রেকর্ড ঘেঁটে দেখলাম আশি বছরের এই বৃদ্ধ কনভার্টেড মুসলিম। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম পালন করছেন প্রায় বছর-চল্লিশ হলো।

মুসলিমদের নিয়ে জানাশোনা ছিল না আমার। সত্যি বলতে কোনো ধর্ম সম্পর্কেই শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি আমি। মনের গহীন থেকে কেউ বলে একজন স্রষ্টা তো নিশ্চয়ই আছে। আমি তাতে সায় দিয়েছি বটে, তবে স্রষ্টাকে খোঁজার চেষ্টা করিনি। গহীনের আওয়াজ গহীনেই ধামাচাপা পড়ে আছে তেইশটা বছর।

এর মাঝে একজন মুসলিম রোগী পেয়ে খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিন বছর